International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Special Issue, June 2023, Page No. 32-37
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.iSpecial.2023.32-37

বর্তমান পটভূমিকায় চার্বাক সুখবাদ

রাহুল দত্ত
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
rahuldutta662@gmail.com

Abstract:
Among the numerous theories discussed in Indian linguistics, one important theory is the theory of semantics. Pluralist Indian philosophy recognizes different views on words, semantics, sentences and phrases. From the Rikveda to Sankhya Nyaya, Mimamsa and Grammatical philosophy, there are rich discussions of semantics, which have enriched Indian linguistics. Philosophical thoughts on semantics are found in the ancient texts of Vaishika philosophy. From Maharishi Kanada to Acharya Prasadpada, from Udayanacharya to Sankaramisra, the views expressed by many Vaishika acharyas on the meaning and semantics of words have enriched the language-philosophical thinking of the Vaishika community.
Keywords: Philosophical thoughts, semantics.

ভূমিকা: ভারতীয় দর্শন চর্চায় একটি অতি পরিচিত নাম হল চার্বাক সম্প্রদায়। এটি হল প্রাচীন ভারতের এক নাস্তিক দর্শন, যা আবার 'লোকায়ত' দর্শন বা 'জড়বাদী' দর্শন নামেও পরিচিত। চার্বাকরা মনে করেন জগতের মূল উপাদান হলো জড়, আর এই জড় থেকেই জগতের উৎপত্তি বা আবির্ভাব ঘটেছে। এজগতে অজড় বলে কিছু নেই অর্থাৎ দেহাতিরিক্ত আত্মা বলে কিছু নেই। ঈশ্বর,পরলোক,কর্মফল,স্বর্গ-নরক,পাপ-পুণ্য এই সকল তত্ত্বে চার্বাকগণ বিশ্বাস করেন না। তারা মনে করেন দৈহিক সুখই একমাত্র সুখ। দেহের বিনাশ হলেই চেতনার বিনাশ হয়, দেহের ধ্বংস হল আত্মার ধ্বংস। সহজ কথায় অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের মূল চিন্তা ধারা থেকে চার্বাক মতবাদ অনেকাংশ ভিন্ন। চার্বাক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ হল যে - এই সম্প্রদায় মনে করেন সুখ ভোগই জীবের মূল পুরুষার্থ অর্থাৎ সুখলাভই হল জীবের পরম কাম্য বস্তু।

প্রাচীনতম এই মতবাদটির সঙ্গে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বা দৈনন্দিন জীবনে অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই সময়কালে মানব জীবনে সুখই প্রধান কাম্যবস্তু হয়ে উঠেছে।

পুরুষের অর্থ হলো 'পুরুষার্থ'। ('পুরুষেণঅর্থ্যতে প্রার্থ্যতে ইতি পুরুষার্থঃ")।১ মূলত পুরুষের যা লক্ষ্য বা পুরুষ যা চায়, তাই পুরুষার্থ। ভারতীয় দর্শনে যে চতুর্বিধ পুরুষার্থের উল্লেখ আছে তার মধ্যে চার্বাক মতে কামই হল পরম পুরুষার্থ এবং সুখ লাভের সহায়ক অর্থকে গৌণ পুরুষার্থ বলা হয়েছে। চার্বাকরা বলেন স্ত্রী লোকের চুম্বন, আলিঙ্গন জনিত যে সুখ তাই হলো পুরুষার্থ।২ উক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা একটা বিষয় স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারি, প্রাচীনতম নাস্তিক চার্বাক সম্প্রদায় মতের সাথে আমাদের জীবন যাত্রার অনেকাংশে মিল রয়েছে এবং এক্ষেত্রে চার্বাক মতের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক সময় আমরা নিজেদের অজান্তেই দুঃখকে জীবনে বহন করে থাকি।

ইন্দ্রিয় সুখই পরম পুরুষার্থ: চতুবর্গ পুরুষার্থের মধ্যে চার্বাকগণ ধর্ম বা মোক্ষকে পুরুষার্থ রূপে স্বীকার করেন না। তাদের মতে স্বর্গ লাভের কামনায় ধর্মপালন - এই সবই মিথ্যা এবং প্রবঞ্চমাত্র। এছাড়া চার্বাক মতে "প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদ" অর্থাৎ প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। সেই কারণে চার্বাকগণ কেবল অর্থ বা কাম কে পরম পুরুষার্থ বলে মেনে নিয়েছেন। 'কাম' বা 'ইন্দ্রিয়সুখ' হল পরম পুরুষার্থ এবং অর্থ ঐ কামের অর্থাৎ সুখ ভোগের সহায়ক রূপে গৌণ পুরুষার্থ ('অর্থকামৌ পুরুষার্থৌ')। সুখই মানুষের প্রধান কাম্য হওয়া উচিত ('কাম এবৈকঃ পুরুষার্থ')।৩

চতুর্বগ পুরুষার্থ বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বিমত থাকলেও চার্বাক মতকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। গৌণ পুরুষার্থ হিসেবে আমরা দৈনন্দিন জীবনে অর্থের দিকে ধাবিত হলেও তা আসলে দৈহিক সুখের জন্যই। খাদ্য,বস্ত্র,বাসস্থান জীবনের এই চরম তিনটি লক্ষ্যকে পূরণ করতেই অর্থের কামনা, তাই একথা স্বীকার করতেই হয় - জীবনের চরম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল ইন্দ্রিয় সুখের কামনা।

সুখ ক্ষণস্থায়ী হলেও অনাদরের নয়: সুখ ক্ষণিকের হলেও তা গ্রহণ করতে হবে, তা সে সুখের পরিমান কম হতেই পারে কিন্তু বিন্দু বিন্দু সুখই সুখের সিন্ধু তৈরি করতে পারে। চার্বাকগণ ভোগ জন্য সুখকে ক্ষণিক,স্বল্প বা দুঃখ মিশ্রিত বলে অনাদর করেননি।৪ চার্বাকরা বলেন জীবনে যা ক্ষণস্থায়ী তাকে মূল্যহীন বা মিথ্যা একথা বলা যায় না। মালতি কুসুমের আয়ু কিংশুকের ন্যায় দীর্ঘ নয় বলে মালতি কুসুমকে কেউ মিথ্যা বলে অনাদর করে না। সরোবরের একটি প্রস্ফুটিত কমল অপেক্ষা একটি শীলাখন্ড অনেক দীর্ঘস্থায়ী তথাপি কেউ কমলকে উপেক্ষা করে শিলাখন্ডের সমাদর করে না।৫ চার্বাক দর্শনে বলা হয়েছে - সূর্যোদয়,সূর্যাস্ত,রামধনু,উল্কাপাত,নীল আকাশ এই সবই

ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তা মিথ্যা বা অনাদৃত বলা চলে না। কাজেই দৈহিক সুখ অল্পক্ষণের স্থায়ী হলেও তাকে পরিত্যাগ করা যায় না।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই রকম অসংখ্য সুখ আমাদের জীবনে বিরাজমান। মাঠে বসে লাইভ আইপিএল খেলা দেখার আনন্দ কম সময়ের জন্য স্থায়ী হলেও, তাকে মিথ্যা বলা যায় না। নামি রেস্টুরেন্টে বসে আহার ভোজন করা বা মাদক পান করার সুখ দীর্ঘক্ষণের জন্য স্থায়ী হয় না, তবুও তা মূল্যহীন বা মিথ্যা নয়। বাগানে তাজা সুগন্ধি ফুল ফোটে, যা আমাদের আনন্দিত করে, আবার তা পর মুহূর্তে ঝরে পড়ে কিন্তু কৃত্রিমভাবে ফুল তৈরি করলে তা ঝরে পড়বে না। সেজন্য তাজা ফুল ছেড়ে আমরা কৃত্রিম ফুলকে সমাদর করি না।

দুঃখ মিশ্রিত সুখই কাম্য: দুঃখ মিশ্রিত হলেও দৈহিক সুখকে উপেক্ষা করা যায় না। বস্তুত দুঃখ যখন সাগরের মত, তখন তাকে সেঁচে ফেলার বৃথা চেষ্টা না করে কি করে দুঃখ সাগরে ভেলা নিয়ে পাড়ি জমানো যায় সেই চেষ্টায় বুদ্ধিমানের কাজ। চার্বাক মতে, অল্প কষ্ট থাকলেও তা থেকে যদি অধিক সুখ পাওয়া যায় তবে তাই কাম্য হওয়া উচিত। যেমন অন্নপাক,হস্তমুখো সংযোগ, মুখের ক্রিয়া প্রভৃতি কষ্টকর হলেও খেতে বসে ওই গুলির অপেক্ষা অধিক সুখ উৎপন্ন হয় বলেই আমরা আহারে প্রবৃত্ত হয়।৬

কাজেই সুখের ভয়ে দুঃখকে বর্জন করা মোটেই কাম্য নয়। গোলাপের সৌন্দর্য পেতে গেলে তার তিক্ত কাঁটার আঘাত খেতে হবে কিন্তু গোলাপের সৌন্দর্য বর্জন করা কখনোই সমাদর নয়। দার্জিলিং-এ বরফের ঠান্ডা কষ্টের হলেও তার আনন্দ উপভোগ বড়ই সুখকর। দুঃখ আছে,দুঃখ আছে বলে আর্তনাদ করে দুঃখ জর্জরিত হয়ে হতাশাগস্ত হয়ে পড়লে তা পশুর ন্যায় আচরণ হবে। রামধনু দেখার জন্য বৃষ্টির প্রত্যক্ষ হবেই। কাম্যবস্তু মাত্রই দুর্লভ, সহজে তা পাওয়া যায় না।৭ কাজেই সুখ ভোগ করতে হলে দুঃখ অপরিহার্য। তবুও দুঃখকে যথাসম্ভব পরিহার করে দুঃখকে গ্রহণ করার বুদ্ধিমানের কাজ।

সুখই পরম আদর্শ: চার্বাক নীতি তত্ত্বের অপর নাম হল সুখবাদ। চার্বাক সম্প্রদায় সুখবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে সায়ন মাধব তার সর্বদর্শন সংগ্রহ গ্রন্থে বলেছেন ---

"যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ ।।"
অর্থাৎ যতদিন বাঁচ, সুখে বাঁচ
ঋণ করেও ঘি খাও।।

খাও দাও আনন্দ করো। ভবিষ্যৎ সুখের সন্ধান করতে গিয়ে বর্তমান সুখ, তা সামান্য হলেও পরিত্যাগ করা কাম্য নয়। চার্বাকরা তাই বলেন "পিব খাদ-চ"৮ যথেচ্ছ ভোগের দ্বারা নিজের জীবনকে সার্থক করে তুল। চার্বাকদের এই প্রকার নৈতিক মতবাদ 'ভোগবাদ' বা 'সুখবাদ' নামে পরিচিত। চার্বাকগণের মতে যেদিন,যেসময়,যেজীবন গড়িয়ে যায় – সেদিন,সেসময়,সেজীবন আর ফিরে আসে না। তাই এইবেলা,এইসময় সুখের তরীতে পাল তুলে দাও। সুতরাং স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জুড়ে কাল্পনিক সুখের পিছু ধাওয়া না করে মানুষের উচিত এ জীবনকে আনন্দে সুখে ভরিয়ে তোলা।৯

চার্বাক সুখবাদী চিন্তাধারা মানব জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে আজ মিশে গিয়েছে। বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংস্থা চার্বাক চিন্তাধারাকে ভালোভাবে উপলব্ধি করে সাধারণ মানুষের কাছে তাদের ব্যবসায়িক ভাবনাকে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরছে। বিভিন্ন মোবাইল,গাড়ি,এসি,ফ্রিজ এবং ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী কেনার জন্য আমাদের হাতে বিপুল টাকা না থাকলেও, সামান্য সুদে বা কখনো বিনা সুদে অর্থাৎ ইএমআই এর মাধ্যমে আমাদের হাতে সেই সামগ্রী তুলে দিতে বদ্ধপরিকর। মানুষের কাছে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করে বাড়ি তৈরি করা বা ফ্ল্যাট কেনার ক্ষমতা না থাকলেও, বিভিন্ন প্রোমোটারি সংস্থা সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে আমাদের হাতে ফ্ল্যাটের চাবি তুলে দিতে দ্বিধাবোধ করেন না। যার বিনিময়ে প্রতিমাসে বা বছরে ধীরে ধীরে বাকি টাকা মিটিয়ে ফেলতে হবে। অর্থাৎ আমাদের সুখের জন্য টাকা কখনোই বাধা সৃষ্টিকারী হয়ে ওঠে না। আমরা বাসস্থানের জন্য বাড়ি তৈরি করি। কিন্তু সেই বাড়িতে আধুনিকতার বিভিন্ন ছোঁয়া অবশ্যই থাকা চায়,এখানেও যেন একটা দৈহিক সুখের ইঙ্গিত কাজ করে। পৌরাণিক গ্রন্থ মহাভারতে বহুরূপী ধর্ম সংক্রান্ত প্রশ্ন করলে যুধিষ্ঠির বলেন 'দিনান্তে যে পরম নিশ্চিন্তে শাক ভাত খায় সেই সুখী' কিন্তু চার্বাক অভিমত গ্রহণ করে আমরা ঋণ বা ইএমআই নামক চাপকে সামনে রেখেই সুখের সন্ধান করে থাকি। আমাদের আধুনিক জীবন প্রতিনিয়ত আমাদের ভোগবাদী হতে প্ররোচনা দিচ্ছে। যেমন, নিজের ব্যবহৃত স্মার্টফোনটা হতে হবে দামি, বিভিন্ন ভালো ফিচার সংযুক্ত, ভালো ক্যামেরা, ভালো ব্যাটারি, ভালো সাউন্ড কোয়ালেটি, লেটেস্ট 4g থেকে 5g হতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি গুণযুক্ত মোবাইল আমার কাছে থাকলেই তবেই আমি সমাজের সুখী ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হব। আর এসব টানে ঋণ করার জন্য বিভিন্ন ব্যাংক বা আর্থিক সংস্থা আমাদের প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিয়ে চলেছে। ঠিক তখনই নব সংযোজন ক্রেডিট কার্ড অর্থাৎ আপনার টাকা না থাকলেও তা ব্যাংক আপনাকে ধার দেবে। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে দৈহিক সুখ কামনাই জীবের চরম উদ্দেশ্য।

এছাড়া দৈনন্দিন জীবনে নিম্নবিত্ত,মধ্যবিত্ত বা ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে পোশাক পরিধানের পার্থক্য খুব একটা আর লক্ষ্য করা যায় না। কেননা দামি ভালো পোশাক পরার প্রবণতা দিন দিন সব ধর্ম বা জাতির মানুষের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রেও মানুষ দৈহিক সুখের জন্য নিজেরা ওই চার্বাক ভোগবাদী মতকে গ্রহণ করে থাকে।

উপসংহার :

'সুখবাদ' আমাদের জীবনে অর্থাৎ আধুনিক সভ্যতায় এমনভাবে ছড়িয়ে গিয়েছে তা থেকে সরিয়ে আসার পরিবর্তে জনসাধারণের মধ্যে দৈহিক সুখের দিকে ধাবিত হওয়ার উৎসাহ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু চার্বাক সুখবাদে উল্লেখিত 'ঋণ করে ঘি খাও;যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচ' এই বক্তব্য অনেক সময় আমাদের জীবনে বিষাদ ডেকে নিয়ে আসতে পারে। করোনা মহামারী অতিক্রম করে আর্থিক বেহাল দশায় 'ধার করে ঘি খওয়া; মনুষ্য জীবকে সমস্যায় ফেলতে পারে! অর্থাৎ আয়-ব্যয়ের হিসাব না করে ঋণগ্রহণ মোটেও কাম্য নয়। যথাসময় ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে কঠোর নির্দেশিকা দেওয়া হয়, তা সঠিকভাবে মেনে চলা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন দেশ অর্থনৈতিক সংকট কালে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিশ্বব্যাংক বা বিভিন্ন সংস্থা হতে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে থাকে শুধুমাত্র জনমুখী প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য কিন্তু অনেক সময় সেই ঋণের ভার দেশের বিপুল জনসাধারণের মধ্যে চলে আসে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা শ্রীলঙ্কার বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবগত। পরিশেষে,বলতে হয় চার্বাক মতবাদ মানব জীবনে বিশেষ স্থান করে নিলেও, আমাদের স্মরণ রাখা দরকার ওষুধ যেমন রোগ নিরাময় করে,তেমনি অধিক পরিমাণে ওষুধ সেবন মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে। তাই প্রয়োজনের বা সাধ্যের বাইরে গিয়ে ঋণ নিয়ে দৈহিক সুখ কামনা করতে গিয়ে তা অনেক সময় মানসিক অসুখের কারণ হয়ে উঠতে পারে। কাজেই, আমাদের অল্পে সন্তুষ্ট বা সুখী হওয়ার চিন্তা ভাবনাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেই এই ধরনের বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে সাধারণ লোকের চিন্তাভাবনার সাথে এই দর্শনের সাদৃশ্য থাকায় চার্বাক দর্শনের অপর নাম লোকায়ত দর্শন নামে পরিচিত।

তথ্যসূত্র:

১) ভারতীয় নীতিবিদ্যা, দীপক কুমার বাগচী, পৃষ্ঠা - ৪৭
২) চার্বাক-ষষ্টি: ৫৮
৩) ভারতীয় নীতিবিদ্যা, দীপক কুমার বাগচী, পৃষ্ঠা - ১০৭
৪) চার্বাক দর্শন,দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, পৃষ্টা - ১৩৭

৫) চার্বাক দর্শন,দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, পৃষ্টা - ১৩৭

৬) সায়ণ মাধবীয় সর্বদর্শন সংগ্রহ, চার্বাক-বৌদ্ধ-জৈন দর্শন,অমিত ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা - ২৫

৭) সায়ণ মাধবীয় সর্বদর্শন সংগ্রহ, চার্বাক-বৌদ্ধ-জৈন দর্শন,অমিত ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা - ২৭

৮) ষড়দর্শনসমুচ্চয়ে সটীকং লোকায়তমতম্ - ৮২

৯) ভারতীয় দর্শন, অরুণ কুমার সাঁতরা, পৃষ্টা - ১০০

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১) ভট্টাচার্য, অমিত, সায়ণ মাধবীয় সর্বদর্শন সংগ্রহ, চার্বাক- বৌদ্ধ, জৈন দর্শন, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, অখণ্ড সংস্করণ, ১৪১৫ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

২) শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন, চার্বাক দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক ভাণ্ডার। ২০১৩ (চতুর্থ সংস্করণ)

৩) চট্টোপাধ্যায়, লতিকা, চার্বাক দর্শন রূপরেখা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, ১৯৬২

৪) মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৮ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

৫) ভট্টাচার্য, ড. সমরেন্দ্র, ভারতীয় দর্শন, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩ (পুনর্মুদ্রণ)

৬) সাঁতরা, তরুণ কুমার, ভারতীয় দর্শন, অভিনব প্রকাশন, ২০০১ (প্রথম সংস্করণ)

৭) বাগচী, দীপক কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০০৪ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

৮) সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু, ভারতীয় দর্শন, ব্যানার্জি পাবলিশার্স, ১৯৬৪ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

৯) সেন, ড. দেবব্রত, ভারতীয় দর্শন, ব্যানার্জি পাবলিশার্স, ১৯৫৫ (প্রথম প্রকাশ)

১০) বাগচী, দীপক কুমার, ভারতীয় নীতিবিদ্যা, প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০১৮ (পুনর্মুদ্রণ)